দৈনিক
সংবাদ
তারিখ 18 JAN 2000
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

বুয়েটের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ঠাঁই দিতে হবে সবকিছুর ওপরে। একুশ শতকে দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। এই দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে দ্বিমতের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করাই সবার কাম্য, সবার প্রত্যাশা এই কাজ যত দ্রুত সম্পন্ন হয়, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য ততই মঙ্গল। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য অন্যান্য কাজের সঙ্গে যে কাজটি করা প্রয়োজন সেটি প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন এবং সে কাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সবার উওর স্থান দিতে হবে।

আমাদের এই দেশটি অনেক দিক দিয়ে দুনিয়ার বহু দেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। বহু সমস্যায় ভরা এই দেশ। আমাদের প্রধান সমস্যা হিসাবে দারিদ্র্যকে অনেকে চিহ্নিত করেন। যুগ যুগের ঔপনিবেশিক শোষণ এর পেছনে রয়েছে। এই দারিদ্র্যের পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষাহীনতার সমস্যা। শিক্ষাহীনতার পিছনেও ঐ দারিদ্র্য। দেশের উন্নয়নের জন্য সবার আগে চাই শিক্ষার বিস্তার, নিরক্ষরতা দূর করা। দক্ষ জনশক্তি দেশ গড়তে পারে, দেশকে এগিয়ে নিতে পারে। সেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে, বিজ্ঞাননির্ভর প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এদিক থেকে দেশে বুয়েট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থার দিকে এ প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। আমাদের চাই পূর্ণ সাক্ষরতা। নিরক্ষরতামুক্ত দেশ। এই লক্ষ্যমাত্রা আমাদের এখনও পূরণ হয়নি। দেশ নিরক্ষরতামুক্ত হলে সেটা হবে একটা বড় সাফল্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতেই পূর্ণ সন্তুষ্টির কিছু নেই। নাম সই করতে পারা বা ঠিকানা পড়তে পারাটাই শেষ কথা নয়। শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য জ্ঞান। জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে গেলে উন্নত শিক্ষা তথা বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষায় মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে।

দেশে এখন অনেক স্কুল-কলেজ হয়েছে, অর্থাৎ বিদ্যাপীঠের সংখ্যা বেড়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আগের তুলনায় বাড়ছে। শিক্ষার ব্যাপারে সব সরকারই মনোযোগ দিচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রটিতে বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছে। এসবই ঠিক, কিন্তু তারপরেও স্বাধীনতার তিন দশকের বেশি সময় পরেও আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা খুবই ভাল বা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তা বলা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সবার আগে যে কথাটি বলতে হয় তা হলো, দেশে এখনও বহু ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যায় না। বহু এলাকায় স্কুলও নেই। অনেক স্কুল বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠলেও, দেখা যাবে অনেক স্থানেই হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে। তাছাড়া লেখাপড়ার মানও খুব উন্নত মানের বলা যাবে না। বিদেশে স্কুলে স্কুলে ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার শেখার সুযোগ পায়। এ ব্যাপারে আমাদের শহর এবং বিশেষ করে গ্রামের অবস্থা করুণ। মফস্বলে কয়টি এলাকায় স্কুলের ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার শিক্ষার সহজ ব্যবস্থা রয়েছে? আমাদের শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় থেকে এক রকমও নয়।

একদিকে সাধারণ বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা, অন্যদিকে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষা। আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিখতে হবে– এ কথা সবাই বলি, তবে এটাও ঠিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইংরেজী শিক্ষার ভিত্তিটাও জরুরী। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষারই বা কী হাল! বছরের পর বছর ইংরেজী পড়ার পরও বহু ছাত্রের পক্ষে সত্যিকার ইংরেজী শেখাই হয় না। অন্যান্য বিদেশী ভাষা তো দূরের কথা।

সে জন্যই দেশের উন্নয়নের জন্য, দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য, সমগ্র জনগণকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য থাকতে হবে সে রকম পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এগিয়ে যাওয়া সম্ভব একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাগ্রহণ এবং এই শিক্ষাকে সর্বপর্যায়ে চালু করার মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সবার ওপরে ঠাঁই দিতে হবে বলে যে কথা বলেছেন, সকল পর্যায়ে শিক্ষার ব্যাপারে এই নীতিটাকেই মেনে চললে আমাদের ছেলেমেয়েরাও আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীতে যথাযথ স্থান নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। সে জন্য পশ্চাৎমুখী শিক্ষা নয়, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে সর্বপর্যায়ে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢেলে সাজাতে হবে, এ ধরনের শিক্ষার উপাদান উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে,